ভিন্‌দেশ ও ভিন্‌ আচরণ

(৯)

দিলরুবা শাহানা

মানুষকে বিপদআপদে সাহায্য করা নিতান্ত মানবিক আচরণ। দেশ বিদেশ সব জায়গায়ই মানুষ নানা ভাবে বিপদে হাত বাড়ায়, দান করে থাকে। সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া, দানখয়রাত করার অধিকার শুধু বড়লোকের বা বিত্তবানের একচেটিয়া বিষয় নয়। তবে বিত্তবানের দানখয়রাতের কার্যক্রম বড় প্রচারমুখী। যদিও কখন কখনও ওরা না চাইতে কোন না কোনভাবে তাদের দানের বিষয়টি লোকসমক্ষে এসে যায়।

পৃথিবীতে সবদেশেই দানশীল মানুষ রয়েছেন। কোন জায়গায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটলে বিশ্বের সবকোন থেকেই সবশ্রেনীর মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বর্তমান সময়ে সাহায্য মূলতঃ উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশে যেতে দেখা যায়। তবে আমেরিকার নিউ অর্লিয়েন্সে ঝড়ের পর বাংলাদেশ থেকেও বেশকিছু টন বিস্কুট পাঠানো হয়েছিল। এছাড়াও ইতিহাসবিদ মুনতাসির মামুনের লেখা 'হৃদয়নাথের ঢাকা শহর' বইতে সন্নিবেশিত তথ্যে দেখা যায় ঢাকার নবাব আব্দুল গনি ফ্রান্স ও ইতালীতে ঊনিশশতকে কলেরা আক্রান্তদের অর্থ সাহায্য পাঠান ও আয়ারল্যান্ডে দুর্ভিক্ষের সময়েও অর্থ প্রেরন করেন। এই তথ্য উল্লেখের কারন হলো যে দাতা ও দানগ্রহীতার কোন সীমান্ত থাকেনা, ভৌগোলিক কোন পরিসর প্রয়োজন হয়না।

তবে ঐ যে বললাম বড়লোকদের দানের সংবাদ চাপা থাকেনা। এবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক দানপ্রতিদানের ঘটনা বর্নিত হচ্ছে।

এক ভদ্রলোক মহাসড়কে মার্সিডিস বেঞ্জ চালিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ীতে সমস্যা দেখা দেওয়াতে গাড়ী রাস্তার পাশে দাড় করিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আরেক লোক দূর থেকে এতো দামী গাড়ী নিয়ে ভদ্রলোকের বিপত্তি দেখে এগিয়ে এলেন। কাছে এসে গাড়ীতে কি সমস্যা হয়েছে দেখতে চাইলে মার্সিডিসওয়ালা রাজীতো হলেনই না উপরন্তু বললেন

'আমি মার্সিডিসের সার্টিফাইড মেকানিকের জন্য অপেক্ষা করছি, এসে যাবে শীঘ্রি'

আগত ভদ্রলোক তখন নিজের ভিজিটিং কার্ড খুলে দেখালেন যে উনিও মার্সিডিসের সার্টিফাইড মেকানিক। গাড়ীর মালিক নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে তাকে গাড়ীটি পরীক্ষা করার অনুমতি দিলেন। ভদ্রলোক সামান্য ত্রুটি ততক্ষনাৎ সারিয়ে দিতেই গাড়ী চালু হয়ে গেল। মার্সিডিসের মালিক ওয়ালেট বার করলেন পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। মার্সিডিসের মেকানিক অর্থ নিতে রাজী হলেন না। গাড়ীর মালিক গাড়ীর মেকানিকের কার্ড নিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। মেকানিক ভদ্রলোক রাস্তায় বিপদে পড়া একজনকে সাহায্য করে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে।

কিছুদিন কাটলো। গাড়ীর মেকানিক একদিন এক রহস্যময় চিঠি পেলেন। চিঠির বিষয়বস্তু পড়ে ভদ্রলোক তাজ্জব। এক সুসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে চিঠিটি। তার বাড়ী মর্টগেজ ফ্রি হয়ে গেছে। কি করে এই অলৌকিক কান্ড ঘটলো! ভদ্রলোক ভেবে রহস্যের কুলকিনারা পেলেন না। শেষে ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ করলেন কে তার দেনা শোধ করলো, তার নাম কি? নাম শুনে বিস্ময়ে ভাবলেন ঐ লোকের সাথে তার কোনদিন দেখা হয়েছিল কি? তবে মেকানিক তার মুখ মনে না করতে পারলেও পৃথিবীর সচেতন মানুষ মাত্রই মাইক্রো সফটের বিল গেইটস্‌কে চেনেন। ঐ দিনে রাস্তায় মার্সিডিস বিকল হয়ে বিপদে পড়েছিলেন পৃথিবীর বিপুল সম্পদের মালিক ও সেরা দাতা বিল গেইটস্‌।

বিল গেইটস্ গ্রহীতার অজান্তে প্রতিদান দিতে চাইলেও তা শেষ পর্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে বলার মত এক গল্প হয়ে যায়। বিত্তবানেরা চাইলেও তাদের মহৎ কীর্তি লুকাতে পারেন না। কুকীর্তিও অবশ্য লুকানো থাকেনা।

এবার পৃথিবীর সাধারন মানুষের অসাধারন দানের গল্প বলি। এক মহিলা বয়স ছিয়াত্তর সাতাত্তর। ঝামেলা মুক্ত। দায় দায়িত্বহীন বিধবা। ধনীই বলা যায়। বড় বাড়ী বিক্রি করে ছোট্ট ইউনিট কিনে বসবাস করেন। সপ্তাহে একদিন হেয়ার ড্রেসারের কাছে। একদিন ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর করাতে যান। একদিন বান্ধবীর সাথে কফিশপে বা রেষ্টুরেন্টে সময় কাটানো। একদিন ছেলের বাড়ী গিয়ে নাতনীর সাথে হুটোপুটি। আরেকদিন কি করেন? আরেকদিনের পুরো সময় উনি দান করেন। হ্যা, কোন এক সংস্থার দোকানে স্বেচ্ছাশ্রম করেন। নব্বই হাজার ডলারের হীরার আংটি হাতে দুই ডলার দামের পুরোন বই, সামান্যদামে জুতাকাপড় মানুষের কাছে বিক্রি করেন। সেই ভদ্রমহিলার কাছেই প্রতি পনেরো দিন পরে পরে এলোমেলো কাপড় পরা মুখে রাতে পান করা বিয়ারের ভোট্কা গন্ধ নিয়ে ষাটপয়ষট্টির একলোক বিশ ডলার করে ঐ সংস্থাকে দান করে যায়। এমন কি সে রিসিটও কখখনো নেয়না। এই রকম দাতার কথা জানা হতোনা ছিয়াত্তর বয়সী ঐ মহিলার সাথে পরিচয় না থাকলে। পুরোন বই দেখলে নেড়েচেড়ে দেখি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন'। ছাই না হলেও বইপত্র দেখলেই দেখার ইচ্ছে দমন করতে পারিনা। একদিন ঐ দোকানে একটি সাতান্ন বছরের পুরোন জার্নাল পেয়ে যাই। আমি দাম দিতে কাউন্টারে আসি। দাম শুনে অবাক! বিশ সেন্ট মাত্র। আমি লজ্জাই পেলাম বিশ সেন্ট দিতে। বর্তমানে ঐ জার্নাল বিক্রি হয় ছয় ডলারে। আমি মহিলাকে ছয় ডলারই দিলাম। সে রিসিট দিতে চাইলে নিলাম না। সে কিছুটা অবাক হল। তবে সাথে সাথে সে আমাকে বললো

'আগামী সপ্তাহে যদি বই খুঁজতে আস তবে একজনকে দেখাবো।'

যাকে সে দেখিয়েছিল তিনিই ছিলেন ঐ পরিচয়হীন দাতা। বৃদ্ধার সম্ভবতঃ একে দেখানোর পিছনে কারন ছিল বুঝানো যে এখানেও এমন লোক আছে যে দান করে রিসিট নেয়না।

বাংলাদেশের ঘটনা এবার। সত্তরের দশকে বন্যা হয়েছিল। শহর থেকে নানা কিছু রিলিফ সংগ্রীহিত হচ্ছিল। সে সময়ে আটারুটি হেলিকপ্টারে করে পানিবন্দী মানুষের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছিল। সামাজিক সংগঠনগুলো সম্মতি দেওয়া বাড়ী গুলোতে সকালে আটা পৌঁছে দিতেন, বিকেলে এসে তৈরী রুটী নিয়ে যেতেন। তেমনি মগবাজার ইস্কাটনের সমাজকর্মে উৎসাহী এক গৃহবধু রুটী তৈরী করে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। প্রচন্ড গরমও ছিল। তাড়াতাড়ি আপন সংসারের কাজ গুছিয়ে রুটীর সরঞ্জাম নিয়ে বারান্দায় বসলেন। বাড়ীর ফূটফরমাস খাটা ছোট্ট মেয়ে ও নিজের স্কুলকলেজ পড়ুয়া মেয়েদের সাহায্যে রুটী বানানোর আয়োজন শুরু হল। বয়স্ক গৃহকর্মী মহিলার নৈমিত্তিক সবকাজ সারা। এখন বাকী গোসল, খাওয়া ও বিকাল পর্যন্ত পারা বেড়ানো। অন্যকোন অতিরিক্ত কাজ এসময়ে করতে তার দারুন অনীহা। এতো আটা ছানা দেখে সে বিরক্তি নিয়ে জানতে চাইলো

'এত্তো রুটী কিয়ার লাই, মেমান আইবুনি, তয় গোশ্ততো রান্ধেন নাই?'

যখন সে জানলো চার সের আটার রুটী গরমে ঘেমে নেয়ে তার বিবিসাহেবা পানিবন্দী মানুষের জন্য বানাচ্ছেন তখন সে আরও বিরক্ত হল। বিবিসাহেবের নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত আজবকীর্তি তার একেবারে নাপছন্দ। গোসল সেরে খেতে খেতে সে দেখলো বিবিসাহেবের ঘাম দরদর করে ঝরছে তাও উনিই রান্নাঘরে রুটী সেকছেন। মেয়েরা খোলা বারান্দায় বসে জোরসে রুটী বেলে দিচ্ছে। পেটভরে আসার পর তার মনে মায়া জাগলো। খাওয়ার শেষে হাত ধুয়ে এসে দাড়ালো। বিবিসাহেবকে উঠিয়ে দিয়ে নিজেই রুটী সেক্তে বসে গেল। গুণী করিতকর্মা তবে কিছুটা রাগী ধরনের বুয়ার মন

বুঝেন বলেই গৃহকর্তী ওকে রুটীর ব্যাপারে কিছুই বলেননি। তাছাড়া ঘরের কাজের অংশও নয়, বললে হয়তো উল্টাপাল্টা মেজাজও করতে পারতো। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাকী ছয়সাতদিন বুয়া আটা ছানা ও রুটী সেকার কাজ প্রসন্নবদনেই করে গেছে। রটী বেলার কাজ করেছেন গৃহকর্তী ও মেয়েরা।

সে সময়ে(শুধু সে সময় নয় পরবর্তী অনেক বন্যাতেও) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতেও ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে হাজার রুটী তৈরী করেছেন। তার খবর বেরিয়েছে ও ছবিও ছাপা হয়েছে কাগজে। তবে ইস্কাটন দিলুরোড সংলগ্ন এলাকার মুন্সীর মা বু নামে পরিচিত সামান্য এক গৃহকর্মীও বন্যার্তদের জন্য রুটী স্বেচ্ছায় বানিয়েছিলেন তাও মনে রাখার মত ঘটনা নয় কি? নবাব আব্দুল গণি ও বিল গেইটসের মত এমনি মুন্সীর মা ও বিয়ার পিয়ে মাতাল দাতাও আছেন দেশে দেশে, সমাজে সমাজে। তাদের তথ্য বইয়ে লিখে সংরক্ষিত হয়না, পত্রিকাতে প্রকাশ পায়না।